(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি কলেজ-৫ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮৫.১৫.০০১.১৯.৭২ তারিখ: ৪ চৈত্র ১৪২৫
১৮ মার্চ ২০১৯

বিষয়: **বি.সি.এস.(সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ২য় ও ৩য় গ্রেডের পদ/স্কেল উন্নীতকরণ।**

সূত্র: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর ০৫.০০.০০০০.১৫৫.১৫.০০৯.১৬-৪৯ নং স্মারকে ১৩-০২-২০১৯ তারিখ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ২য় ও ৩য় গ্রেডের পদ/স্কেল উন্নীতকরণের প্রস্তাব বিবেচনার নিমিত্ত স্পষ্টীকরণ/ব্যাখ্যাসহ প্রস্তাব নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

ক) (১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের আলোকে ৩০ টি দপ্তর/অধিদপ্তরের প্রধানের পদ ২য় থেকে ১ম গ্রেডে উন্নীত হয়। বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারভুক্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদটিও ১ম গ্রেডে উন্নীত হয়েছে, কিন্তু ২য় গ্রেডের পদ না থাকার ফলে ১ম গ্রেড (মহাপরিচালকের পদ)-এর সাথে পদসোপানের ধারাবহিকতার ক্ষেত্রে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক পদ দ্বিতীয় নির্বাহী পদ। যেহেতু অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদটি (প্রধান নির্বাহী) ১ম গ্রেডের, সেহেতু পরিচালকগণের (দ্বিতীয় নির্বাহী পদ) ০৬ (ছয়) টি পদ ২য় গ্রেডের হওয়া আবশ্যক । এছাড়া বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ঢাকা মহনগরীর ০২ (দুই) টি ও অন্য ০৭ (সাত) টি প্রধান অনার্স মাস্টার্স কলেজের অধ্যক্ষের ০৯ (নয়) টি পদসহ মোট ১৫ (পনেরো) টি পদকে ২য় গ্রেডের (প্রস্তাবিত অধ্যাপক গ্রেড-২) বেতন স্কেলে উন্নীতকরণ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

(২) শিক্ষা ক্যাডারের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ক্যাডারভুক্ত হওয়ার পূর্বে ১৯৭৯সালে স্ব স্ব পর্যায়ের জন্য যে স্কেল/ গ্রেড –এ পদোন্নতির মাধ্যমে বেতন প্রাপ্য হতেন এখনও সেই পদে পদোন্নতির মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত স্কেল/ গ্রেড –এ বেতন প্রাপ্য হন। ১৯৮০ সালে ক্যাডারভুক্ত হওয়ার পর বি.সি.এস (সাধারন শিক্ষা) ক্যাডারের বেতন স্কেল/গ্রেড এর আর কোন পরিবর্তন হয় নাই। বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ ৩য় ধাপে পদোন্নতির মাধ্যমে ৫ম গ্রেড হতে ৩য় গ্রেড প্রাপ্ত হন। কিন্তু বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ পদোন্নতির ৩য় পর্যায়ে সহযোগী অধ্যাপক হতে পদোন্নিতর মাধ্যমে ৫ম গ্রেড হতে অধ্যাপক পদে ৪র্থ গ্রেডে উন্নীত হন।

বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ অধ্যাপক পদে পদোন্নতির মাধ্যমে ৪র্থ গ্রেড প্রাপ্ত হন । ২০০৯ সালের জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী ৫ম গ্রেডে সিলেকশন গ্রেড পদে ০৮ (আট) বছর অথবা উপসচিব বা সমমানের ক্যাডার পদসহ সাকূল্যে ০৮(আট) বছর সন্তোষজনক চাকরি পূর্তিতে ৪র্থ গ্রেডে বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হতেন।সে অনুযায়ী বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ৫ম গ্রেডের সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক এবং ৫ম গ্রেডে পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপকগণের মধ্য হতে কর্মকর্তাগণ বর্ণিত

গ্রেডে ০৮ (আট) বছর পূর্তিতে টাইম স্কেল প্রাপ্ত হয়ে ৪র্থ গ্রেড প্রাপ্ত হতেন। বর্তমানে বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে অধ্যাপক এবং অনেক সহযোগী অধ্যাপক এবং বেশ কিছু সংখ্যক সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ যথাসময়ে পদোন্নতি না পাওয়ায় ২০০৯ সালের জাতীয় বেতন স্কেল এর প্রাপ্যতা অনুযায়ী টাইম স্কেল প্রাপ্ত হয়ে ৪র্থ গ্রেডে চাকরিরত রয়েছেন ।

যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের অধ্যাপকের বিদ্যমান পদটি ৪র্থ গ্রেডের এবং সিলেকশন গ্রেডের মাধ্যমে পূর্বের ন্যায় ৩য় গ্রেডে যাওয়ার সুযোগ নেই ও ১ম গ্রেডের মহাপরিচালকের পদটি বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের শিডিউলভুক্ত পদ, সেহেতু ১ম গ্রেডের সাথে সোপান তৈরির জন্য বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের অধ্যাপকের ৪র্থ গ্রেডের কমপক্ষে ৪২৯টি (চারশত উনত্রিশ) পদকে ৩য় গ্রেডে (প্রস্তাবিত অধ্যাপক গ্রেড-৩)উন্নীত করা একান্ত প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য, সরকারি কলেজসমূহের মধ্যে অর্নাস এবং অনার্স-মার্স্টাস কলেজের বিভাগীয় প্রধানের পদটিও ৪র্থ গ্রেডের অধ্যাপক পদমর্যাদার, আবার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদটিও ৪র্থ গ্রেডের অধ্যাপক পদমর্যাদার।তাই প্রশাসনিক ভারসাম্য আনয়ন ও শৃঙ্খলার স্বার্থে অধ্যাপক পদমর্যাদার (৪র্থ গ্রেডের)অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদসমূহকে ৩য় গ্রেডে উন্নীতকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

খ) ০৯ (নয়) টি কলেজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে-কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল, সুনাম ও ঐতিহ্য, অনার্স মার্স্টাস বিষয়ের সংখ্যা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যা, ভৌত অবকাঠামো ও বিভাগীয় শহরে অবস্থান বিবেচনা করে প্রস্তাবিত ০৯ (নয়) টি কলেজের অধ্যক্ষের পদ অধ্যাপক ২য় গ্রেডে উন্নীতকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অপরদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ০৬(ছয়) টি পরিচালকের পদ দ্বিতীয় নির্বাহী পদ। যেহেতু অত্র অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালকের পদটি ১ম গ্রেডের, সেহেতু দ্বিতীয় নির্বাহী পদ পরিচালকগণের ০৬(ছয়) টি পদ ২য় গ্রেডের হওয়া আবশ্যক এবং এর ফলে বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে পদসোপানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হবে। উপর্যুক্ত কারণে ১৫ (পনের) টি পদকে ২য় গ্রেডে উন্নীতকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সরকারি কলেজসমূহের মধ্যে যে সকল কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদ অধ্যাপক পদমর্যাদার (৪র্থ গ্রেডের) সে সকল কলেজের অধ্যক্ষ (২৭২) টি পদ ও উপাধ্যক্ষের (১৫৭) টি পদ ৩য় গ্রেডে উন্নীতকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, সচিব কমিটি কর্তৃক মোট ৪২৯ (চারশত উনত্রিশ)টি পদকে ৩য় গ্রেডে উন্নীতকরণ করার বিষয়ে সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়ার প্রেক্ষিতে বর্ণিত প্রশাসনিক পদসমূহকে ৩য় গ্রেডে উন্নীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

গ) সরকারি কলেজসমূহের শ্রেণিবিন্যাস/গ্রেডিং এর ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত কোন মাপকাঠি/ভিত্তি নাই, তবে সরকারি কলেজসমূহ উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি, অনার্স এবং অর্নাস –মার্স্টাস কলেজ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে । বর্ণিত পদ/স্কেল আপগ্রেডেশণ/উন্নতকরণের প্রস্তাবে অধ্যাপক পদমর্যাদার (৪র্থ গ্রেডের) (২৭২টি)পদ ও উপাধ্যক্ষের (১৫৭ টি) পদসহ মোট ৪২৯ (চারশত উনত্রিশ) টি প্রশাসনিক পদসমূহকে ৩য় গ্রেডে উন্নীতকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।
সংযুক্ত বর্ণনামোতাবেক।

১৯-৩-২০১৯
মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম
উপসচিব

সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮৫.১৫.০০১.১৯.৭২/১(৫)

তারিখ: ৪ চৈত্র ১৪২৫
১৮ মার্চ ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
২) সিনিয়র সচিব এর একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৩) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
৪) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি অধিশাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৫) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কলেজ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

১৯-৩-২০১৯
মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম
উপসচিব